ছাত্রত্ব শেষ হলেও হলের সিট ছাড়ায় সায় নেই

জাবিতে প্রকট হচ্ছে আবাসন সংকট

নোমান বিন হারুন, জাবি
৭ মার্চ ২০২৩ ১২:০০ এএম |
আপডেট: ৬ মার্চ ২০২৩
১১:৫৮ পিএম

advertisement

জাহাঙ্গীরনগর বিশ^বিদ্যালয়ের (জাবি) ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের (৪২ ব্যাচ) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষার্থী আরাফাত হোসেন (ছদ্মনাম)। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষার পাট চুকিয়েছেন ২০১৯ সালে। একাডেমিক পড়াশোনা শেষ হয়ে গেলেও মীর মশাররফ হোসেন হলে অবস্থান করেই চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। আরাফাতের মতো এমন অনেকেই ছাত্রত্ব শেষ হয়ে গেলেও আবাসিক হলের আসন ছাড়ছেন না। যার ফলে প্রকট হচ্ছে আবাসন সংকট; দেখা দিচ্ছে গণরুমসহ নানা সমস্যা।

বিশ^বিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ৪৪ ব্যাচ (২০১৪-১৫ সেশন) পর্যন্ত সব বিভাগেই মাস্টার্স শেষ হয়েছে। ৪৫ ব্যাচেরও (২০১৫-১৬ সেশন) বেশকিছু বিভাগের মাস্টার্স পরীক্ষা চলমান আছে। তবে প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে হলে অবস্থান করছেন ৪৩ ও ৪৪ ব্যাচের বেশিরভাগ শিক্ষার্থী। এ অবস্থায় হলে আবাসন সংকট দিন দিন বাড়ছে।

advertisement

বিশ^বিদ্যালয়ের ছাত্রশৃঙ্খলা সংক্রান্ত অধ্যাদেশ ২০১৮-এর ৫ (ট) ধারা অনুযায়ী, ‘বিশ^বিদ্যালয়ের চূড়ান্ত স্নাতক/স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা শেষের সাত দিনের মধ্যে তাদের পরিচয়পত্র, চিকিৎসা ও গ্রন্থাগার কার্ড ফেরত দিয়ে নিজ নিজ আবাসিক হল ত্যাগ করবে। যারা এ বিধি অমান্য করবে তাদের ফল প্রকাশ স্থগিত থাকবে।’

তবে শিক্ষার্থীদের দাবি, ক্যাম্পাসে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠান (র‌্যাগ) না হওয়া পর্যন্ত হল ছাড়ার কোনো নজির নেই। সর্বশেষ ৪২ ব্যাচের (২০১২-১৩ সেশন) র‌্যাগ অনুষ্ঠিত হয় গত বছরের ১২ মার্চ। তারপর ৪৩ ব্যাচ এবং ৪৪ ব্যাচের মাস্টার্স শেষ হলেও র‌্যাগ অনুষ্ঠান না হওয়ায় তারা এখনো আবাসিক হলেই অবস্থান করছেন।

বিশ^বিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস সূত্রে জানা যায়, ফার্মেসি বিভাগ ছাড়া সব বিভাগেরই ৪৪ ব্যাচ পর্যন্ত নিয়মিত শিক্ষার্থীদের স্নাতকোত্তর শ্রেণির ফল এরই মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

মীর মশাররফ হোসেন হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. ওবায়দুর রহমান বলেন, ‘আমরা এরই মধ্যে হলের প্রতিটি রুমে নোটিস পাঠিয়েছি। ৪৩, ৪৪ এবং ৪৫ ব্যাচের যেসব শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম শেষ তাদের হল ছাড়ার আদেশ দিয়েছি। আদেশ পালন না করলে আমাদের আর কিইবা করার আছে? তাকে তো আমি হল থেকে জোর করে বের করে দিতে পারি না।’

ছাত্র ইউনিয়ন জাবি সংসদের সভাপতি ইমতিয়াজ অর্ণব বলেন, পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হল ছেড়ে দেওয়া ছাত্রদের নৈতিক দায়িত্ব। এ কারণেই বৈধ ছাত্ররাও হলে সিট পাচ্ছে না। কিন্তু আমাদের ক্যাম্পাসে অলিখিত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, র‌্যাগ না হলে কেউ হল ছেড়ে যায় না। মানবিক দিক বিবেচনায় হলেও সময়মতো হল ছেড়ে যাওয়া উচিত। প্রশাসনেরও এ ব্যাপারে কঠোর হওয়া প্রয়োজন।’

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ জাবি শাখার সভাপতি আকতারুজ্জামান সোহেল বলেন, ‘পড়াশোনা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হল ছেড়ে যাওয়া উচিত। হলগুলোতে আমার জানামতে অবৈধ ছাত্র খুব বেশি নেই। যারা পড়াশোনা শেষ করেও হলে থাকে তাদের ব্যাপারে প্রভোস্টদের আরও শক্ত অবস্থান নেওয়া উচিত।’

এর আগে, গত রবিবার গণরুম ব্যবস্থা বিলুপ্তি ও আবাসন সংকট নিরসনের দাবিতে প্রশাসনিক ভবন অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। তারা আসন বণ্টনের দায়িত্ব প্রশাসনকে নিয়ে ছাত্রত্ব শেষ হওয়া শিক্ষার্থীদের হল থেকে বের করে দেওয়ার দাবি জানান।

এ সময় প্রভোস্ট কমিটির সভাপতি ও বিশ^কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক নাজমুল হাসান তালুকদার এক লিখিত অঙ্গীকারনামায় উল্লেখ করেন, ৬ মার্চের মধ্যে উপাচার্য প্রভোস্ট কমিটির মিটিং ডাকবেন এবং গণরুম বিলোপ কমিটি গঠন করবেন। কমিটি হল সংশ্লিষ্টদের এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গণরুম সংকট সমাধানে কার্যকরী পদক্ষেপ নিবে। আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে এ কমিটি গণরুম সংকট নিরসনে একটি দৃশ্যমান রোডম্যাপ তৈরি ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেবে।

এ ব্যাপারে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নূরুল আলম বলেন, শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো যৌক্তিক। আমি অতিদ্রুত একটি কমিটি গঠন করব এবং আগামী ৭ দিনের মধ্যে অবৈধ অছাত্রদের হলত্যাগ করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছি। এরপরও তারা হল না ছাড়লে কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবো।

জানা যায়, বিশ^বিদ্যালয়ে সর্বশেষ ৫১ ব্যাচের (২০২১-২২ সেশন) ক্লাস শুরু হয় এ বছরের জানুয়ারিতে। সে হিসেবে স্নাতকের চারটি বর্ষ ও স্নাতকোত্তরের একটি বর্ষের মোট বৈধ শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১২ হাজার ৯৩৮ জন। বিশ^বিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোর ধারণক্ষমতা হিসাব করে পাওয়া যায়, হলগুলো একই সঙ্গে ১০ হাজার ২৭৮ শিক্ষার্থীকে জায়গা দিতে সক্ষম। কিন্তু স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করা আরও দুটি ব্যাচের শিক্ষার্থীরা হল না ছাড়ায় এ সংখ্যা প্রায় ১৬ হাজারে গিয়ে ঠেকেছে। অর্থাৎ হলগুলোতে ধারণক্ষমতার অধিক শিক্ষার্থী অবস্থান করতে বাধ্য হচ্ছেন।